দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... JUN. 6 . 1999
পৃঃ ১০ কলাম ২
439

সার্ক অঞ্চলের পর সমগ্র এশিয়ায় শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষ্যে

# ঢাকা ভার্সিটির অভিযাত্রা

দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন এশিয়ায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্যে অভিযাত্রা শুরু করেছে। একাডেমিক, প্রশাসনিকসহ সার্বিক ক্ষেত্রে একটি গুণগত পরিবর্তনের হাওয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে ক্যাম্পাসব্যাপী। একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষ্যে আধুনিকায়ন, নতুন বিভাগ ও অগ্রসর বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি, প্রযুক্তি ও কম্পিউটারের প্রচলন, ভৌত ও অবকাঠামোগত বিস্তৃতি, শিক্ষা ও মননশীলতার বিকাশ, গবেষণা ও প্রকাশনার উৎসাহ প্রদান, আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজকরণ, পরিবেশ ও নন্দনতাত্ত্বিকতায় উৎসাহ প্রদান, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক জোরদার, একাডেমিক দায়িত্বশীলতা পুনরুদ্ধার, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য শিক্ষা সহযোগী কার্যক্রমকে ত্বরান্বিতকরণ, অপচয় রোধ ও সীমিত সম্পদের সঠিক ও যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

একদার প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিগত দশকে যেভাবে অবক্ষয়ের মুখে চলে গিয়েছিল, সেটাকে রোধ করা গেছে। যার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান পেয়েছে– এ সাফল্যে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আবারও প্রকৃত অর্থে প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে পরিণত করতে উদ্যোগী সকলেই। প্রশাসনিক নেতৃত্বের সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই একমত এবং হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। যে লক্ষ্যে এখন কাজ চলছে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য। এ স্বপ্ন নিয়ে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নবযাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছেন অত্যন্ত গতিশীলভাবে উপাচার্য প্রফেসর ডঃ একে আজাদ চৌধুরী। এবং যথারীতি তাঁর সঙ্গে আছেন সর্বক্ষণিকভাবে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ডঃ মোঃ শাহাদত আলী। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত অন্য শিক্ষক-কর্মকর্তা, ছাত্র-কর্মচারীরাও নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছেন।

বাংলাদেশের জন্য একটি মডেল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে যেতে স্বপ্নদ্রষ্টা উপাচার্য ডঃ একে আজাদ চৌধুরী ও উপ-উপাচার্য ডঃ মোঃ শাহাদত আলী, কলা অনুষদের ডিন ও সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর কাজী শহীদুল্লাহ এবং প্রক্টর প্রফেসর একেএম নূর-উন-নবী জনকণ্ঠ ক্যাম্পাসকে বিস্তারিতভাবে বলেছেন পরিকল্পনা ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে।

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জিত উৎকর্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখা হবে ॥ ভিসি

❒ দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থানে নিয়ে যাবার ব্যাপারে উপাচার্য প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়কে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথে যত সমস্যা আছে; সেগুলোকে অত্যন্ত কঠিন হাতে নির্মূল করা হবে। কোয়ালিটির প্রশ্নে কোন কম্প্রোমাইজ করা হবে না।

❒ গবেষণা খাতে অর্থ বৃদ্ধি করা হবে। গবেষণা জার্নালগুলোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হচ্ছে।

❒ লাইব্রেরীকে ইতোমধ্যে কম্পিউটারায়ন করা হয়েছে। হলগুলোর আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের জন্যও কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

❒ আদর্শ শিক্ষার জন্য ছাত্র অনুপাত শিক্ষক ১০ঃ১; কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা ২০ঃ১। এই অনুপাত যত সম্ভব অতিদ্রুত কমিয়ে আনা হবে।

❒ ক্লাসের আকার ১৫০-২০০ জনের। যা শিক্ষার জন্য অত্যন্ত অনুপযুক্ত। এটাকে বিভিন্ন সেকশনে বিভক্ত করা হবে। যাতে প্রতি ক্লাসে ৩০-৫০ শিক্ষার্থী থাকবে এবং তারা ভালভাবে ক্লাস লেকচার শুনতে ও শিক্ষকদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে পারবে।

❒ টিউটোরিয়াল, গবেষণাগার কার্যক্রমকে আরও জোরদার করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

❒ শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা সফর, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জোরদার করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন খেলোয়াড় রয়েছেন।

সর্বোপরি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে আমরা মধুর, কার্যকরী, বন্ধুত্বপূর্ণ করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে গবেষণা ও মননশীলতার জোয়ার আনতে চাই, যার মাধ্যমে আমরা অতি অল্প সময়েই এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সক্ষম হব। আমার কথা এই যে, আমাদের নব অভিযাত্রা অবশ্যই সফল হবে। কারণ এ লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষকদের অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ কখনই ব্যর্থ হতে পারে না।

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনা হয়েছে ॥ উপ-উপাচার্য

❒ অতীতের গৌরবকে পুনরুদ্ধার করার মাধ্যমে সমৃদ্ধ ভবিষ্যত গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপাচার্যের নেতৃত্বে যে কর্মপরিকল্পনা ও তৎপরতা চলছে, তাকে অত্যন্ত কার্যকর ও তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেছেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর মোঃ শাহাদত আলী।

❒ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে অভিহিত করা হতো এ জন্যে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে নিবিড় মতবিনিময় ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান চর্চা। যা থেকে ভাল গবেষণা নির্যাস ও মেধাবী ছাত্র পাওয়া যেত। এটা আবার অর্জনের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

❒ ছাত্র-শিক্ষক নিবিড় সম্পর্ক বজায়ের জন্য প্রত্যেক আবাসিক শিক্ষক উদ্যোগ নেবেন।

❒ টিউটোরিয়াল ক্লাসের মাধ্যমে কন্টাক্ট বাড়ানো হচ্ছে।

❒ ক্লাস ও পরীক্ষার প্রতি জোর দেয়া ও দায়িত্বশীলতা বাড়ানো হচ্ছে।

❒ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বৃদ্ধির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম গতিশীল ও গুণগত অগ্রগতি সাধন ছাড়াও সন্ত্রাস, সেসনজট সমস্যা কমবে। শিক্ষার মান ও গবেষণার ধারা বৃদ্ধি পাবে। হলের অবৈধ ছাত্র ও অস্ত্রধারীদের উচ্ছেদ করা যাবে।

❒ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রকাশিত পুস্তক গবেষণাগুলোকে প্রথমবারের মতো একত্রিত করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এতে ছাত্র-শিক্ষকগণ উৎসাহিত হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথ সুগম হবে।

## ছাত্রছাত্রীদের ইতিবাচক উদ্যোগ প্রশাসনের তৎপরতাকে সার্থক করেছে ॥ ডিন, কলা অনুষদ

❒ কলা অনুষদের ডিন ও সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর কাজী শহীদুল্লাহ প্রশাসনের সুচিন্তিত উদ্যোগকে সার্থক করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক সমর্থনের প্রশংসা করেছেন।

❒ উপাচার্যসহ প্রশাসন থেকে আমরা যে সকল ভাল শিক্ষামুখী ও গুণগত উদ্যোগে সফল হচ্ছি তা সম্ভব হচ্ছে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে। যেমন কলা ভবনের পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা, আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা করে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে শিক্ষার্থীদের সমর্থনে।

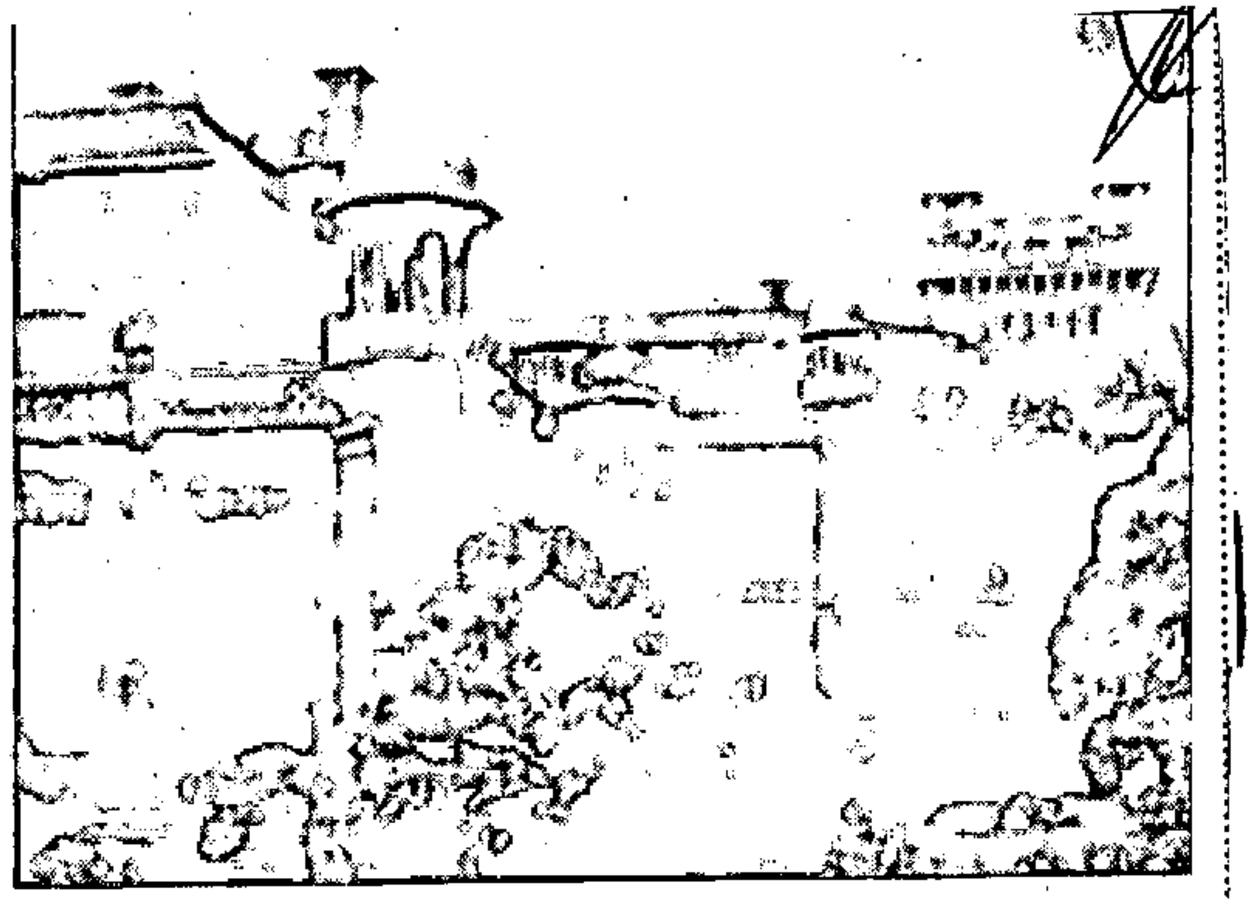



❒ আমাদের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আমরা যাচাই-বাছাই করে মেধাবীদের ভর্তি হবার ব্যবস্থা করছি। তাদেরকে বর্তমানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ইংরেজীতে ফাউন্ডেশন কোর্সে পড়াচ্ছি। বর্তমানে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেশে সেরা ছাত্রছাত্রীদের উপহার দিচ্ছি।

❒ প্রশাসন যে একাডেমিক দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করেছে সেটা চমৎকারভাবে কাজ করছে। ক্লাস বেশি হচ্ছে। পরীক্ষাও যথাসম্ভব দ্রুত সময়মতো নেয়া সম্ভব হচ্ছে।

❒ ভাল গবেষণা, পড়াশোনা ও পরিবেশের মাধ্যমে বর্তমানে শিক্ষার সপক্ষে যে মনোভাব গড়ে উঠেছে প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের যৌথ উদ্যোগে তা বিশ্ববিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠত্বের পথে নিয়ে যাবে।

## বর্তমান পরিস্থিতি শিক্ষা ও গবেষণাকে বৃদ্ধি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবে ॥ প্রক্টর

❒ প্রক্টর প্রফেসর এ কে এম নূর-উন-নবী বলেন, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিস্থিতি চলছে তা শিক্ষা ও গবেষণাকে বৃদ্ধি করে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হবে।

❒ আগে ছাত্রছাত্রীরা প্রক্টর অফিসে আসতে সাহস পেত না। এখন শুধু প্রক্টর অফিসই নয় উপাচার্যের দরজা পর্যন্ত খোলা। শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্যা নিয়ে যেতে পারছে ও দ্রুত সমাধান পাচ্ছে।

❒ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক জোরদার হয়েছে। সন্ত্রাস ও অনভিপ্রেত ঘটনা নেই বললেই চলে– এ পরিস্থিতি শিক্ষা ও গবেষণা, ক্লাস ও পরীক্ষাকে কণ্টকমুক্ত করেছে।

❒ পারস্পরিক আদান-প্রদান ও মতপ্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় ও কার্যকর করেছে। ফলে অত্যন্ত গণতান্ত্রিক ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষা ও গবেষণা চলছে– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রেষ্ঠত্বের পর সমগ্র এশিয়ায় শ্রেষ্ঠত্বের পথে এগুচ্ছে।

❒ মাহফুজ পারভেজ